রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ১১, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৫ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **১২.০০.০০০০.০৯৭.০২.০০৩.১৯.১২০৩**—১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি অনুমোদন করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এতদসংক্রান্ত পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন বাতিলপূর্বক হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য জারি করা হলো।

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন নির্দেশিকা

দেশে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এবং আমদানিকৃত হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধিকরণ ও ছাড়করণের উদ্দেশ্যে 'হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন নির্দেশিকা'টি প্রণয়ন করা হইল। 'বীজ আইন, ২০১৮' বা জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তের পরিপন্থি না হইলে হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

১। নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা।—

(১) হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষিবিদসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল থাকিতে হইবে;

(২) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং ডিহিউমিডিফিইড সংরক্ষণ সুবিধা থাকিতে হইবে;

(৩) নিবন্ধনের আবেদনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একবার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং ট্রায়াল স্থাপনের তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারকে অবহিত করিতে হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

২। নিবন্ধনের আবেদন ।—(১) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফরমে (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য) সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি বরাবর আবেদন করিতে হইবে;

(২) আবেদন ফরমের সহিত জাত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাবিত জাতের কমপক্ষে ০৮(আট) কেজি নমুনা বীজসহ ট্রায়াল স্থাপনের খরচ বোরো মৌসুমে ০৭ নভেম্বর, আউশ মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারি ও আমন মৌসুমে ১৫ মে-এর মধ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির নিকট পৌঁছাইতে হইবে;

(৩) নমুনা বীজের সহিত অন্য ফসল বা জাতের বীজ কিংবা অন্য কোনো শনাক্তকারী চিহ্ন ব্যবহার করিলে নমুনা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আবেদনকারীর প্রস্তাব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি যাচাই বাছাই করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ এবং বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবকারীকে জানাইতে হইবে;

(৪) প্রতিটি হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীকে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা সরকারি কোষাগারে কোড নং -১-৪৩৩৮-০০০০-২০১৭ এ জমা প্রদানপূর্বক চালানের মূলকপি আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(৫) আবেদনকারী আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জাতের মলিকুলার ডাটা (SSR Markers/গ্রহণযোগ্য Markers এর মাধ্যমে) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি এর দপ্তরে সরবরাহ করিবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রয়োজনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় উক্ত মলিকুলার ডাটা যাচাই করিবে;

(৬) জাত মূল্যায়নের জন্য প্রতি জাতের সর্বাধিক ২০ কেজি হাইব্রিড ধান বীজ 'উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১' অনুযায়ী আমদানি করিতে পারিবে এবং আমদানিকৃত বীজের তথ্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে;

(৭) প্রতি মৌসুমে প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান অনধিক ২টি জাত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবে।

৩। ট্রায়াল বাস্তবায়ন ।—(১) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি'র তত্ত্বাবধানে ফসলের জাত ও পরিবেশ বিবেচনায় রেখে প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জাত পরপর দুই বছর অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়াল বাস্তবায়ন করিতে হইবে;

(২) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি অনস্টেশন ট্রায়ালের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দিষ্ট খামার ব্যবহার করিবে এবং অনফার্ম ট্রায়ালের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নিকটবর্তী এলাকার প্রগতিশীল কৃষকের মাঠ ব্যবহার করিবে;

(৩) অনস্টেশন ও অনফার্ম এর ট্রায়াল স্থান নিম্নরূপ :

অঞ্চল	প্রতিষ্ঠানিক খামার	কৃষক পর্যায়ে
(১) ঢাকা অঞ্চল	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর/বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বারি), গাজীপুর।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ

অঞ্চল	প্রতিষ্ঠানিক খামার	কৃষক পর্যায়ে
(২) ময়মনসিংহ অঞ্চল	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, জামালপুর।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৩) কুমিল্লা অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, কুমিল্লা/কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লা।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৪) চট্টগ্রাম অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, সোনাগাজী/ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ফেনী/ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৫) রাঙ্গামাটি অঞ্চল	কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি,রাইখালী, রাঙ্গামাটি।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৬) বরিশাল অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, বরিশাল/আঞ্চলিক কেন্দ্র, বারি, রহমতপুর, বরিশাল/কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ATI), বরিশাল/লাকুটিয়া ফার্ম, বিএডিসি, বরিশাল।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৭) যশোর অঞ্চল	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন খামার, দত্তনগর/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, যশোর।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৮) রাজশাহী অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, রাজশাহী/ আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র,বারি, রাজশাহী।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৯) রংপুর অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, রংপুর/ কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, রংপুর/ পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(১০) সিলেট অঞ্চল	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, আকবরপুর, মৌলভীবাজার/ আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, হবিগঞ্জ/ বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, খাদিমনগর, সিলেট।	সংশ্লিষ্ট অনস্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ

(৪) বর্ণিত ১০টি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে বরিশাল অঞ্চলসহ ন্যূনতম ৬টি অঞ্চলের খামারে প্রতিটি RCB ডিজাইনে তিনটি Replication এর মাধ্যমে অনস্টেশন টেষ্ট প্লট এবং ন্যূনতম ৬টি নিকটবর্তী কৃষক পরিবারের জমিতে অনফার্ম ট্রায়ালের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(৫) প্রস্তাবিত জাতের প্রতি মৌসুমে ট্রায়ালের জন্য প্রতিটি অঞ্চলে ৩টি অনস্টেশন এবং ৩টি অনফার্ম (প্রতিটি ৫মিটার x ৬মিটার =৩০ বর্গমিটার)-এর প্লট ব্যবহার করিতে হইবে;

(৬) প্রতি মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতের ন্যূনতম (৬টি অঞ্চল x ৩টি প্লট)= ১৮টি করে অনস্টেশন ও ১৮টি করে অনফার্ম ট্রায়াল প্লট এবং সর্বাধিক (১০টি অঞ্চল x ৩ টি প্লট)= ৩০টি করে অনস্টেশন ও ৩০টি করে অনফার্ম ট্রায়াল প্লট স্থাপন করা যাইবে। প্রস্তাবিত জাতের ট্রায়াল প্লটের অনুরূপ সংখ্যক প্লটে চেকজাতের ট্রায়াল স্থাপন করিতে হইবে;

(৭) ট্রায়ালের জন্য নমুনা বীজের প্যাকেটে কোড নম্বর দিয়ে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সংশ্লিষ্ট স্থানে ট্রায়াল স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিবে;

(৮) প্রস্তাবিত জাতের প্লটে ব্যবহৃত সার, সেচ ও অন্যান্য আন্তপরিচর্যার অনুরূপ চেক জাতের প্লটে ব্যবহার করিতে হইবে;

(৯) বর্তমান সময়ে সর্বাধিক ফলনশীল বোরো মৌসুমে ব্রি হাইব্রিড ধান-৫, আমন মৌসুমে ব্রি হাইব্রিড ধান-৬ এবং আউশ মৌসুমে কোনো হাইব্রিড ধানের জাত না থাকায় সমজীবনকালসম্পন্ন ব্রি কর্তৃক অবমুক্ত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন ইনব্রিডের একটি জাত চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করিতে হইবে। তবে পরবর্তী সময়ে সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বশেষ উদ্ভাবিত সর্বাধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করিতে হইবে।

৪। ফলাফল বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও উপস্থাপন।—

(১) কারিগরি কমিটির গঠিত 'আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল' প্রতিটি অঞ্চলের ছক মোতাবেক **(পরিশিষ্ট 'খ')** ট্রায়াল প্লটের তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করিবে। তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নের সময় প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন;

(২) মাঠ মূল্যায়নের সময় 'আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল' প্রস্তাবিত জাতের বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করিবে এবং ছক অনুযায়ী (পরিশিষ্ট 'খ') প্রতিটি অনস্টেশন ও অনফার্ম এর তথ্য সংগ্রহ করে দলের সকলের মতামতসহ পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির নিকট পাঠাইতে হইবে;

(৩) সংগৃহীত তথ্য হইতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি একটি Computerized mean performance sheet তৈরী করিবে এবং ফলাফল নির্দিষ্ট চেক জাতের সহিত তুলনা করিবে;

(৪) ট্রায়াল শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে বিশ্লেষিত তথ্য ও আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দলের মতামতসহ প্রতিবেদন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবে। উক্ত প্রতিবেদন বোরো, আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য যথাক্রমে ২০ আগস্ট, ২০ নভেম্বর এবং ২০ মার্চের মধ্যে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে;

(৫) মাঠ মূল্যায়নের পাশাপাশি পরীক্ষাগারে হাইব্রিড জাতের পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের প্রতি আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিরূপণ করা হইবে। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিরূপণের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে সরবরাহ করিবে। ব্রি, প্রস্তাবিত জাতের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রান্ত হইবার প্রবণতা নিরূপণপূর্বক সুস্পষ্ট ফলাফল কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে প্রেরণ করিবে;

(৬) কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেক জাত হতে অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ট্রায়ালে আলাদা আলাদাভাবে কমপক্ষে ৫% বেশি হইতে হইবে। তবে স্বল্প জীবনকাল ও অন্যকোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারনে কোনো হাইব্রিড জাতকে কারিগরি কমিটি নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে;

(৭) প্রস্তাবিত জাতটির ট্রায়ালের ফলাফল বিশ্লেষণে কমপক্ষে ৪টি অঞ্চলে নিবন্ধনযোগ্য হইলে সারাদেশে এবং ৩টি অঞ্চলে নিবন্ধনযোগ্য হলে অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধনযোগ্য হইবে;

(৮) নিবন্ধনযোগ্য জাত সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশসহ প্রেরণ করিবে।

৫। নিবন্ধনের শর্ত।—জাতীয় বীজ বোর্ডে হাইব্রিড ধানের জাত, নিবন্ধনের অনুমোদন পাইবার পর প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য বীজ উৎপাদন ও শর্তানুযায়ী আমদানি করিতে পারিবে। নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের বীজ দেশে সফলভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে বীজ শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হইবে। এছাড়াও নিবন্ধিত জাতের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত শর্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে:

(১) প্রতিটি বীজের প্যাকেটে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, লট নম্বর বা ব্যাচ নম্বর, জাতের নিবন্ধিত অঞ্চল, বীজের পরিমাণ, জাতের নাম, অঙ্কুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতা, উৎপাদন মৌসুম, সর্বোচ্চ মূল্য, ব্যবহারের সর্বোচ্চ সময়সূচি, প্যাকিং এর তারিখ ও **'উৎপাদিত ফসল থেকে বীজ রাখা যাবে না'** উল্লেখ করিতে হইবে। বিভিন্ন পরিমাণের ব্যাগে বীজ বাজারজাত করিতে হইবে যাহাতে বিক্রেতা কর্তৃক ব্যাগ উন্মুক্ত করিয়া বীজ বিক্রি করিতে না হয়। মেয়াদউত্তীর্ণ বীজ কোনো ক্রমেই কৃষক পর্যায়ে বিক্রয় করা যাইবে না;

(২) জাত নিবন্ধনের ২য় বছর থেকে জাত নিবন্ধনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(৩) প্যারেন্ট লাইন ধান বীজ আমদানির জন্য আবেদনপত্রের সহিত উক্ত বীজ চাষাবাদের স্থান ও জমির পরিমাণ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করিতে হইবে; প্যারেন্ট লাইন চাষাবাদের পর উক্ত বীজ হতে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত বীজের পরিমাণের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগে ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে প্রেরণ করিতে হইবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রতিষ্ঠান ও জাতওয়ারী বীজ উৎপাদনের তথ্য একীভূত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে। বীজ উৎপাদনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছর হতে এফ-১ বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) জাত নিবন্ধনের ৩য় বছর থেকে ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে যথাক্রমে শতকরা সর্বোচ্চ ৮০, ৬০, ৪০ ও ২০ ভাগ এফ-১ ধান বীজ আমদানির অনুমতি প্রদান করা হইবে। সর্বাধিক ছয় বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হইবে। ৭ম বছর থেকে প্যারেন্ট লাইনস (Parent Lines) ব্যতীত কোনক্রমেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানি করা যাইবে না।

(৫) তবে, আমদানির উৎস দেশ হইতে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা থাকলে প্যারেন্ট লাইনস আমদানির স্বার্থে বছরে সর্বোচ্চ ১৫ টন এফ-১ ধান বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যাইবে;

(৬) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনের অনুমোদনপ্রাপ্ত জাতের মালিকানা এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশ্রাফ উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ।

'পরিশিষ্ট-ক'

হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের আবেদন ফরম

ক। প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের নাম... ... ...

খ। বীজ ডিলার নিবন্ধন নম্বর ... ...তারিখ... ... ...

গ। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের নাম/নং... ... ...

ঘ। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত সংক্রান্ত তথ্যাদি :

(১) ফলন (হেক্টর প্রতি)... ... ...

(২) রোগবালাই এর প্রতিক্রিয়া... ... ...

(৩) গাছে ফুল আসার জন্য photo period requirement... ... ...

(৪) যে তাপমাত্রায় গাছে ফুল আসে... ... ...

(৫) প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল (বীজ থেকে বীজ) ... ...

(৬) জাত শনাক্তকারী সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (একাধিক হতে পারে) :... ... ...
(প্রযোজ ক্ষেত্রে দাবীর সপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে)

(৭) অ্যামাইলোজ (Amylose) এর পরিমাণ (%)... ... ...

ঙ। সরবরাহকারী/জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা... ... ...

চ। সরবরাহকারী/জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আমদানিকারকের সমঝোতা পত্রের প্রতিলিপি... ... ...

ছ। কোন মৌসুমের জন্য হাইব্রিড জাতের ধান মূল্যায়নের প্রস্তাব করা হচ্ছে... ... ...

জ। মোট টেস্ট প্লটসমূহের জন্য বীজ সরবরাহ ও নির্ধারিত অংকের অর্থ প্রদানের অংগীকারনামা (আলাদা সীটে দিতে হবে)

ঝ। সংশ্লিষ্ট কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ট্রায়ালে প্রাপ্ত ফলাফল (এক বছরের):

(১) ফলন (হেক্টর প্রতি চাউলে) ... ...

(২) পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের অবস্থা (Status) ... ...

(৩) গাছে ফুল আসার জন্য photo period requirement... ... ...

(৪) যে তাপমাত্রায় গাছে ফুল আসে... ... ...

(৫) প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল (বীজ থেকে বীজ) ... ...

(৬) জাত শনাক্তকারী সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (একাধিক হতে পারে):... ... ...
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাবীর সপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে)

(৭) F_1 বীজ বাংলাদেশে উৎপাদনে সক্ষম কিনা---------হ্যাঁ/না (গঠিত কমিটির প্রস্তাব)

ঞ। প্রস্তাবিত জাতের Phytosanitary Certificate এর নম্বর/বিবরণী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ ছাড়পত্র-IP ও RO (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুলিপি দিতে হবে)।

প্রস্তাবকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও তারিখ

হাইব্রিড ধানের জাত মাঠ মূল্যায়ন ছক

জাতের কোড নম্বর	বপনের তারিখ	রোপণের তারিখ	৫০ ভাগ হেডিং এর তারিখ	পরিপক্কতার তারিখ	বীজ থেকে বীজের পরিপক্কতার সময় (দিন)	বন্ধ্যতার শতকরা হার	প্রধান রোগসমূহ ০-৯ মানদণ্ডে	প্রধান পোকামাকড় সমূহ ০-৯ মানদণ্ডে	ফিনোটাইপিক গ্রহণযোগ্যতা ০-৯ মানদণ্ডে	ঝড়েপড়া ০-৯ মানদণ্ডে	ফলন কেজি/হে. (১৪% আদ্রতায়)				নিবন্ধনের সুপারিশ	মন্তব্য
											R_1	R_2	R_3	গড় ফলন		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

তথ্য সংগ্রহকারীগণের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর: ফুল ফোটার তারিখ: কর্তনের তারিখ: দলনেতার স্বাক্ষর ও তারিখ
পদবী/প্রতিষ্ঠান

মূল্যায়ন দলের সদস্যবৃন্দের
নাম পদবী ও স্বাক্ষর

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd